দৈনিক
জনকণ্ঠ

৭

তারিখ ... 19 DEC 1996
পৃষ্ঠা - ৬ কলাম ৭

বইমেলা

শুরু হয়েছে রাজধানী ঢাকায় 'তৃতীয় ঢাকা বইমেলা'। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের রজতজয়ন্তির পূর্ণতা প্রাপ্তির প্রাক্কালে সূচিত এই বইমেলার গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাপক। উদ্যোক্তারা সে বিষয়টি উপলব্ধি করেই ঢাকা বইমেলার সময়সূচী এবার এগিয়ে নিয়ে এসেছেন। '৯৭-এর পয়লা জানুয়ারির পরিবর্তে শুরু করা হয়েছে তা ১৫ ডিসেম্বর '৯৬-এ এবং শেষ করা হবে আগামী পয়লা জানুয়ারিতে। এতে মেলা যেমন চলবে দু'য়েকদিন বেশি তেমনি স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের রজতজয়ন্তির উৎসবও এইরকম একটি উন্নতমানের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রবহমান থাকবে ইংরেজী নববর্ষের সূচনালগ্ন পর্যন্ত। রজতজয়ন্তির উৎসব এতে ঋদ্ধ হবে, পরিপুষ্ট হবে তার ক্ষণ।

অন্য দেশে যেমন হোক, আমাদের দেশে বইমেলা শুধু বইয়ের বাণিজ্যিক বিপণনের ক্ষেত্র নয়। বায়ান্নোর রক্তাক্ত ভাষা সংগ্রাম, বাঙালীর স্বতন্ত্র স্বাধীন ও স্বকীয় সাংস্কৃতিক সত্তার বিকাশ এবং বাঙালী জাতির সাহিত্য-সংস্কৃতির ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার তাগিদ ও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক মুক্তিসহ বাঙালীর সার্বিক মুক্তি সংগ্রামকে এগিয়ে নেয়ার চেতনাও এই বইমেলা অনুষ্ঠান এবং বইসংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করে এখানে। তাই এখানে বইমেলায় এলেই শোনা যাবে বাংলাদেশের হৃদয়ের স্পন্দন। বাংলাদেশের অভ্যুদয় কিভাবে হলো, বাঙালী জাতির উৎস কি, বাঙালী জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন কি, নানান প্রকাশনার মধ্য দিয়ে মূলত সে-কথাই তুলে ধরে এই বইমেলা।

সঠিক এবং তাৎপর্যপূর্ণভাবেই তাই এবার তৃতীয় ঢাকা বইমেলার মূল থিম বা প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে 'বাংলাদেশ ঃ মুক্তিযুদ্ধ'। পাশাপাশি বইয়ের চিরন্তন আবেদন অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে এ মেলার স্লোগান ঠিক করা হয়েছে 'বই প্রকৃত বন্ধু।' বস্তুত বই যে মানুষের একান্ত বিশ্বস্ত, অন্তরঙ্গ, সবচাইতে বড় ও পরীক্ষিত বন্ধু, মানবসমাজের তা এক দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসঞ্জাত সত্য। মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশের বড় উপাদান ও বাহন হচ্ছে বই। সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিনির্মাণে বইয়ের ভূমিকা বলে শেষ করা যাবেনা।

যত বেশি বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে, তত বেশি গড়ে উঠবে মানুষের পাঠাভ্যাস, গড়ে উঠবে মানুষের বই কেনার অভ্যাস, প্রসার ঘটবে প্রকাশনাশিল্প ও গণশিক্ষার, বিকশিত ও পল্লবিত হয়ে উঠবে মানুষের সুস্থ সংস্কৃতি, সমাজ হয়ে উঠবে তত বেশি পরিশ্রুত এবং উন্নত মানবিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন।

বইমেলা ও এ জাতীয় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ভূমিকা তাই অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী এবং ব্যাপকভাবেই মানুষের কল্যাণবহ। আমাদের সমাজে বিশেষ করে স্বাধীনতা উত্তরকালে একাত্তরের পরাজিত স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির পুনরুত্থান ও নানান অপশক্তি এবং কুচক্রী মহলের হিংস্র ও সহিংসে তৎপরতা বিঘ্নিত ও বিপন্ন করে তুলতে থাকে শান্তি, স্থিতিশীলতা, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও দেশের অস্তিত্বকেই। বইয়ের বদলে ছাত্র ও যুব সমাজের হাতে সুপরিকল্পিতভাবে অস্ত্র ও ড্রাগ তুলে দিয়ে দেশের ভবিষ্যতকে ধ্বংস করে দেয়ার এক উন্মত্ত পাঁয়তারা চলতে থাকে। এই ভয়াবহ চক্রান্তকে প্রতিহত করতে দেশে সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার প্রয়োজন হয়ে পড়ে ব্যাপক। সে অবস্থায় স্বাধীন বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পৃষ্ঠপোষকতায় বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। সে সময় থেকে শুরু করে বিভিন্ন জেলা ও বিভাগীয় শহরে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উদ্যোগে এবং পরে বাংলা একাডেমীতে অমর একুশে উপলক্ষে নিয়মিত বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। তবে বাংলা একাডেমীর একুশের বইমেলার পরিধি ছাড়িয়ে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উদ্যোগে অধিকতর বৃহৎ ও বিস্তৃত পরিসরে বইমেলা এবার নিয়ে তৃতীয় বারের মতো বিজয় সরণিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী এ মেলার উদ্বোধন করেছেন এবং রাষ্ট্রপতিসহ তিনি এর সাফল্য কামনা করে বাণী দিয়েছেন। উদ্বোধনী ভাষণে বলেছেন, নারীশিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা ও সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে আগামী ১০ বছরে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা হবে। এ বইমেলাকে জনপ্রিয় করার জন্য পূর্বাহ্নে পোস্টার ইত্যাদি বিতরণ, মিছিল অনুষ্ঠান, বেতার-টিভিতে প্রচার প্রভৃতি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ তেমন আশানুরূপ না হলেও মোটামুটি গৃহীত হয়েছে। মেলায় এবার অংশগ্রহণকারী প্রকাশনীর সংখ্যা ১০৫ পর্যন্ত হওয়ার কথা। ভারতের ইউবিএস পাবলিশার্স ও ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া এবং গত বারের মতো এবারও ইরানের কালচারাল সেন্টার মেলায় অংশ নিচ্ছে। একুশের বইমেলার আগে পৃথকভাবে এ জাতীয় বইমেলা অনুষ্ঠানের পিছনে একে ক্রমশ একটি আন্তর্জাতিক বইমেলায় রূপান্তরিত করার উদ্যোগ ও চিন্তাচেতনাটি স্পষ্ট এবং তা অভিনন্দনযোগ্য। আরও বেশি আন্তর্জাতিক হয়ে উঠুক আমাদের বইমেলা—একাধারে আমাদের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের স্বার্থে।

মেলার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এবারের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বদলে ৪টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চারটি সেমিনার অনুষ্ঠানের কর্মসূচী গ্রহণ। সেমিনারের বিষয়গুলো হচ্ছে, জাতীয় চেতনা বিকাশে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বইয়ের ভূমিকা, গ্রন্থ উন্নয়নে বুক কুপন ও অন্যান্য প্রচলিত পদ্ধতির ভূমিকা, শিশু পাঠাভ্যাস বৃদ্ধিতে অভিভাবক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা এবং উন্নয়নশীল দেশে প্রকাশনী শিল্পের উন্নয়ন ও পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির সম্ভাবনা ও সমস্যা। প্রত্যেকটি বিষয়েরই রয়েছে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং বইমেলাকে জনপ্রিয় করার সেটি হচ্ছে সর্বপ্রধান উপায়। বস্তুত দেশে পাঠ্যাভাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে আরও যেসব পদক্ষেপ গৃহীত হতে পারে যেমন, পাড়ায় পাড়ায় পাঠাগার স্থাপন, ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার চালু, বই পড়ার উপকারিতার ওপর আলোচনা ও নাট্যানুষ্ঠানসহ নানারকম সাংস্কৃতিক কার্যক্রমও সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে সারা বছরই গ্রহণ করা দরকার। এসবের যোগফল নিশ্চিতভাবেই বইমেলা অনুষ্ঠানের উদ্যোগকে এনে দেবে বৃহত্তর সাফল্য। পৃথিবীর সব উন্নত দেশের মতোই আমরাও আসুন বাসে, ট্রেনে, ঘরে-বাইরে সর্বত্র অবসর যাপনের প্রধান সঙ্গী করে তুলি মনের মতো একটি বইকে।

আমরা এই বইমেলাসহ সকল বইমেলার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। এর মধ্যে দিয়ে দেশে জোরদার হয়ে উঠুক সুস্থ সাংস্কৃতিক প্রাণপ্রবাহ, বই হোক বাঙালীর উন্নত জীবন গড়ার সোপান। বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার হাতিয়ার।